ব্যাঙ্কের এনপিএ ১৮,০০০,০০০,০০০,০০০ টাকা?

এই সময়: দেশের ব্যাঙ্কগুলির খাতায় বাড়তে থাকা অনাদায়ী ঋণ (এনপিএ) এবং তা সকলের অগোচরে মুছে ফেলা (রাইট-অফ) নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জহর সরকার। সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি কেন্দ্রীয় কোটি টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে?

একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, গত পাঁচ বছরে এনপিএ অর্ধেক মাত্রায় নামিয়ে আনতে কি ১০ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মুছে ফেলা হয়েছে ব্যাঙ্কের খাতা থেকে, যেখানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মাত্র

রাজ্যসভায় প্রশ্ন জহরের, এড়াল কেন্দ্র

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কাছে লিখিত ভাবে পেশ করা প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান, ২০০৮-১৪ সালের মধ্যে যেখানে দেশের ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ ৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল, সেখানে মোদী সরকারের আমলে পরের ছ'বছরে তা কি সত্যিই ৩৬৫% বেড়ে ১৮ লক্ষ ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছেন বকেয়া ঋণ থেকে? জহরের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, যে সব উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারীর দোষ-ত্রুটির জেরে এ হেন বিপুল ক্ষতির ভার বইতে হচ্ছে কেন্দ্রকে, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

প্রশ্নগুলির সরাসরি জবাব না

দিয়ে নির্মলা জানান, এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়েছে। যার থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ ২০১৪ সালের মার্চের শেষে ২,৫১,০৫৪ কোটি টাকা ছিল। মার্চ, ২০১৮-তে তা বেড়ে ৯,৬২,৬২১ কোটি টাকাতে পৌঁছে গেলেও, পরে কেন্দ্র ও শীর্ষব্যাঙ্কের যথোচিত হস্তক্ষেপে তা কমে চলতি বছরের ৩১ মার্চে দাঁড়িয়েছে ৬,৯৭,৫৮৯ কোটি টাকা। গত পাঁচ অর্থবর্ষে ১,৩২,০৩৬ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ আদায় হওয়ায় কেন্দ্র ও শীর্ষব্যাঙ্কের গাইডলাইন মেনে এই সময়ের মধ্যে মুছে ফেলা হয়েছে ১০,৩৯,৫১১ কোটি টাকার ঋণ। একই সঙ্গে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এনপিএ সংক্রান্ত মামলায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে এজিএম এবং তার থেকে উপরতলার ৩,৩১২ জন ব্যাঙ্ককর্মীর মামলা দায়ের ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে।

তবে এই রিপোর্ট দেখে খুশি নন জহর। এ দিনই কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভগবৎ করদ'কে চিঠি পাঠিয়ে তিনি নিজের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিতে জহরের দাবি, সংসদে পেশ হওয়া রিপোর্টটি খুঁটিয়ে দেখেও তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি মিলছে না। এর আগে অগস্ট মাসে তাঁকে পাঠানো এক চিঠিতে ভগবৎ জানিয়েছিলেন, মার্চ ২০১৩-মার্চ ২২ এর মধ্যের ১০ বছরে দেশের সব সরকারি ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ সম্মিলিত ভাবে ২৭,৪০,৮২১.৯০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। যার মধ্যে ৩,৬৯,৫০৪.১৮ কোটি টাকার মাত্র ভরপাই হয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে দেশবাসীর অধিশ্বাস্য ২৪ লক্ষ কোটি টাকার আমানতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।